বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

০১ জুলাই, ২০২১

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
www.udd.gov.bd

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ভিশন ও মিশন	০১
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০৫
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যাবলী	০৫
চলমান প্রকল্পসমূহ	
পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ-পর্যটন ভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন শীর্ষক প্রকল্পের তথ্যাদি	০৬
প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা শীর্ষক প্রকল্পের তথ্যাদি	০৭
নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের তথ্যাদি	০৮
গবেষণা	
বাংলাদেশের তুলনামুলক নগর প্রস্তুতি গবেষণা	০৯
প্রশিক্ষণ	
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	১১
ইন-হাউস প্রশিক্ষণ	১১
সেমিনার	
সবার জন্য আবাসন ঃ ভবিষ্যতের উন্নত নগর শীর্ষক ওয়েব সেমিনার	১২
প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা শীর্ষক প্রকল্পের Survey Report-II, DEM, ডাটাবেস ও প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে সেমিনার	১২
বিবিধ	
১. জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি	১৩
২. বরাদ্দকৃত বাজেট ও ব্যয় বিবরণী	
২.১ অনুন্নয়ন খাত	১৩
২.২ উন্নয়ন খাত	১৪
৩. অডিট আপত্তি	
৩.১ পূর্ত অডিটসমূহ	১৪
৩.২ অভ্যন্তরীন অডিটসমূহ	১৫
৪. ভূমি অধিগ্রহণ ছাড়পত্র	১৫
৫. ই-নথি সংক্রান্ত	১৬
৬. ই-টেন্ডারিং সংক্রান্ত	১৬
৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)	১৬
৮. শুদ্ধাচার পুরস্কার, ২০১৯-২০	১৬
৯. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি	
৯.১ শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০২১	১৭
৯.২ প্রশাসনিক দূরদর্শীতা এবং গৃহায়ণ বিষয়ক ভাবনা	১৭
১০. অফিস ভবন সংক্রান্ত তথ্যাদি	
১০.১ প্রধান কার্যালয়ের অফিস ভবন সংক্রান্ত	১৮
১০.২ রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস ভবন সংক্রান্ত	১৮
১০.৩ খুলনা আঞ্চলিক অফিস ভবন সংক্রান্ত	১৮
১১. বিশ্ব বসতি দিবস ২০২০	১৯
১২. নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৭	১৯
ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহ	২০
উপসংহার	২০

ভিশন

পরিকল্পিত বাংলাদেশ।

মিশন

দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনা পূর্বক সমন্বিত নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন।

বাণী

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সম্পাদিত কর্মকান্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার ছিলেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম পরিচায়ক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে গড়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বদ্ধপরিকর।

বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানের বছরব্যাপী কর্মকান্ডের চিত্র তুলে ধরা হয় বলে এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনেকাংশে নিশ্চিত হয়। তাছাড়া জনগণের দোরগোড়ায় তথ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া বর্তমান সরকারের অন্যতম একটি লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। উপরন্তু বিগত অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা, বাজেট, প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ তথ্য, উল্লেখযোগ্য অর্জন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার মুল্যায়ন ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

ভবিষ্যতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আমি এই প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শরীফ আহমেদ এম.পি)

বাণী

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরেও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক "বার্ষিক প্রতিবেদন" প্রকাশের মহৎ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। "বার্ষিক প্রতিবেদন" একটি প্রতিষ্ঠানের দর্পনস্বরূপ। টেকসই ও সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পিত নগর ও গ্রামের সমন্বিত সুষম উন্নয়ন। বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অঙ্গীকার "আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ"। অঙ্গীকারটি বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরী, কর্মপন্থা উদ্ভাবন এবং সংস্থাসমূহের কর্মপরিকল্পনায় সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। আমি আশা করছি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর তার কার্যক্রম পরিচালনায় আরও আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাবে।

আমি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভবিষ্যত কর্মকান্ডের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার)

বাণী

পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৮২, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিটি দপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ডের প্রতিচ্ছবি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বছরব্যাপি সার্বিক ক্রম অগ্রসরমান কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরনী তুলে ধরা হয়েছে। অতিমারির এই দুর্যোগকালীন সময়ের মধ্যেও দপ্তরের চলমান কর্মকান্ডের গতিশীলতা সম্পর্কে একটি ধারনা পাওয়া যাবে।

আমি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। সকলকে ধন্যবাদ।

(ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক)

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

অপরিকল্পিত নগরায়ন ও বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন রোধকল্পে দেশের ভৌত কাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রন করার জন্য মাস্টার প্ল্যান এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বাংলাদেশ সরকার। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ সরকার ভৌত পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের জন্য কারিগরী সহায়তা চেয়ে "ইউনাইটেড নেসন্স স্পেশাল ফান্ড" এর নিকট অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর নামে নতুন একটি সংস্থা ১৯৬৫ সালে ১৭ই জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

যাত্রাকালীন এবং তৎপরবর্তীকালীন সময়ে - নগরায়ন, নগর এলাকার ভুমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান, দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন সিটি যথাঃ- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বাদে সকল নগর এলাকার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, নগর এলাকার অভ্যন্তরে এলাকা ভিত্তিক বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার নক্শা ও অঞ্চল ভিত্তিক প্ল্যান প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন, নগরায়ন প্রক্রিয়ায় আর্থ-সামাজিক বিষয়ে গবেষণা করা, আন্তর্জাতিক সকল কারিগরী সহযোগিতা বিষয়ক কর্মসূচী বাস্তবায়নে দেশের ফোকাল পয়েন্ট ও প্রতিরূপ সংস্থা হিসেবে কার্যাদি সম্পাদন করা, ভৌত পরিকল্পনা এবং নগরায়ন ও মানববসতি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা এবং নগর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/সংস্থাসমূহকে তাদের অনুরোধক্রমে পরামর্শ প্রদান করাসহ বিভিন্ন কার্যাবলী নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে ন্যস্ত করা হয়।

এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠা কালীনসময়ে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিস এবং কর্মচারীদের তিনটি Scheme এর আওতায় রাখা হয়। এগুলো হলো যথাক্রমে: "টাউন এন্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং", "সার্ভে ইনভেজষ্টিগেশন "এবং "প্ল্যানিং অফ রুরাল হাউজিং" (সুত্র ঃ গর্ভমেন্ট অফ ইষ্ট পাকিস্তান, জিওনং-৪৬৪, তারিখ ঃ ১৭-০৭-১৯৬৫)। সৃষ্টি লগ্নে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানের Works, Power & Irrigation বিভাগের অধীনে ছিল এবং অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করত Works, Power & Irrigation বিভাগের Housing Wing। Works, Power & Irrigation বিভাগের সচিব মোঃ শফিউর রহমানকে ১৯৬৫ সালের ২৬ শে জুন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয় (সুত্রঃ গর্ভমেন্ট অফ ইষ্ট পাকিস্তান, ওয়ার্কস, পাওয়ার এবং ইরিগেশন জিওনং-৪৬৪ই, তারিখ ঃ ১৭-০৭-১৯৬৫)। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে বিগ্রেডিয়ার এনামুল হক খানকে প্রধান করে গঠিত মার্শাল ল কমিটি অনুসারে অত্র অধিদপ্তরে কার্যপরিধি ও অর্গানাইজেশন সেটআপ নির্ধারণ করা হয় (সুত্র ঃ www.udd.gov.bd)।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যাবলী ঃ

১. নগরায়ন, নগর এলাকার ভুমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।

২. দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন সিটি যথাঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বাদে সকল নগর এলাকার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন, নগর এলাকার অভ্যন্তরে এলাকা ভিত্তিক বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার নক্শা ও অঞ্চল ভিত্তিক প্ল্যান প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করা।

৩. নগরায়ন প্রক্রিয়ায় আর্থ-সামাজিক বিষয়ে গবেষণা করা ও দেশব্যাপী নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত ভবিষ্যতে স্থান চিহ্নিত করা।

৪. নগরায়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা এবং এই কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট সেক্টর এজেন্সীগুলোর উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের স্থান নির্ধারনে সহযোগীতা করা।

৫. মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক সকল কারিগরী সহযোগিতা বিষয়ক কর্মসূচী বাস্তবায়নে দেশের ফোকাল পয়েন্ট ও প্রতিরূপ সংস্থা হিসেবে কার্যাদি সম্পাদন করা।

৬. ভৌত পরিকল্পনা এবং নগরায়ন ও মানববসতি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা এবং নগরায়ন ও মানববসতি সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ বিষয় সম্পর্কে প্রকাশনা বের করা।

৭. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের "ইন-সার্ভিস" প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮. নগর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহকে তাদের অনুরোধক্রমে পরামর্শ প্রদান করা।

"পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ-পর্যটন ভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের তথ্যাদি ঃ

প্রকল্পের নাম	ঃ	বাংলাঃ পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ পর্যটন ভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্প
		ইংরেজীঃ Preparation of Payra-Kuakata Comprehensive Plan Focusing on Eco-Tourism
প্রকল্প এলাকা	ঃ	আমতলী, তালতলী, বরগুনা সদর, পাথরঘাটা, গলাচিপা, রাংগাবালি, কলাপাড়া।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	ঃ	সেপ্টেম্বর, ২০১৭
প্রকল্পের আয়তন	ঃ	৩৩২২.৭৭ বর্গ কিঃ মিঃ
প্রকল্পের মেয়াদকাল	ঃ	ডিসেম্বর, ২০২১
প্রকল্পের অনুমোদিত অর্থ (মোট)	ঃ	৩৩২১.৩২ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	১। দেশের সামগ্রীক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলকে প্রধান ধারা (Mainstream) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা । ২। বিভিন্ন দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার সম্ভাব্য অভিযোজন কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। ৩। উক্ত অঞ্চলকে resilient হিসেবে গড়ে তুলে উপকূলীয় অঞ্চলের সর্বোত্তম ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা। ৪। স্থানীয় পর্যায়ে আরবান এরিয়া প্ল্যান এবং এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রনয়ন করা।
২০২০-২১ অর্থ বছরে অবমুক্ত অর্থ	ঃ	৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা
২০২০-২১ অর্থ বছরে খরচ কৃত অর্থ	ঃ	১৮৪.৮৬ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি	ঃ	➢ রিজিওনাল প্ল্যান সম্পন্ন করা হয়েছে। ➢ ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভে প্যাকেজ-৩, জিওলজিক্যাল, হাইড্রো- জিওলজিক্যাল সার্ভে,ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভে, সোসিও-ইকোনোমিক সার্ভে সহ অন্যান্য সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ঃ	ভৌত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৭৬%, আর্থিক অগ্রগতি ৪৫%

"প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা" শীর্ষক প্রকল্পের তথ্যাদি ঃ

প্রকল্পের নাম	ঃ	বাংলাঃ প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা
		ইংরেজীঃ Preparation of Development Plan for Kushtia Sadar Upazila
প্রকল্প এলাকা	ঃ	কুষ্টিয়া সদর উপজেলা
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	ঃ	২০/০৩/২০১৬
প্রকল্পের আয়তন	ঃ	৩১৮.২৩ বর্গ কিঃ মিঃ
প্রকল্পের মেয়াদকাল	ঃ	জানুয়ারী ২০১৬ হতে জুন ২০২২
প্রকল্পের অনুমোদিত অর্থ (মোট)	ঃ	২১৪.৪৫ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জন্য ২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা
২০২০-২১ অর্থ বছরে অবমুক্ত অর্থ	ঃ	১০৬.০০ লক্ষ টাকা
২০২০-২১ অর্থ বছরে খরচকৃত অর্থ	ঃ	১৩.০৩ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি	ঃ	প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের সকল সার্ভে সম্পাদন পূর্বক ডাটা বেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।
প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি	ঃ	➢ প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ৩৪টি পি আর এ সম্পাদন করা হয়েছে। ➢ প্রকল্প এলাকায় দুটি সেমিনার ও একটি মতবিনিময় সভা করা হয়েছে। ➢ বর্তমানে ডাটাবেজ চুড়ান্ত করণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ঃ	আর্থিক অগ্রগতি ৫৬.০২%, ভৌত অগ্রগতি ৮০%

"নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের তথ্যাদি ঃ

প্রকল্পের নাম	ঃ	বাংলা-নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প
		ইংরেজীঃ A Pilot Project on Preparation of Comprehensive Development Plan for Nine Upazilas (9UpzCP)
প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	হাজিগঞ্জ ও শাহরাস্তি উপজেলা, জেলা-চাঁদপুর, বকশগিঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা, জেলা-জামালপুর, জগন্নাথপুর ও দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা, জেলা-সুনামগঞ্জ, লালমনিরহাট সদর উপজেলা, জেলা-লালমনিরহাট এবং মহম্মদপুর ও শালিখা উপজেলা, জেলা-মাগুরা।
প্রকল্পের আয়তন	ঃ	২২৪৮.০০বর্গ কিলোমিটার
প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০২০ হইতে ডিসেম্বর, ২০২৩
প্রকল্পের বাজেট	ঃ	৩৯৮৫.১৩ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	সমীক্ষা প্রকল্প এলাকার প্রান্তিক জনসাধারনের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এলাকা সমূহের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধাদি সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। যথাঃ (ক) প্রকল্পের আওতাধীন উপজেলা সমূহকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ারমূল ধারার সাথে একত্রীকরণ করা। (খ) অপরিকল্পিত রূপান্তর থেকে মূল্যবান কৃষি জমি রক্ষা করা। (গ) ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা। (ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবকে হ্রাস করে বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি নিরসনের জন্য নীতিমালা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এই অঞ্চলের জন্য সম্ভাব্য অভিযোজন কৌশল বিষয়ে পরামর্শ প্রদান। (ঙ) প্রকল্প এলাকার গ্রোথ সেন্টারগুলির জন্য বসতি সমূহের ক্রমান্বয় নিউক্লিয়েশন এবং উন্নয়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন। (চ) নয়টি উপজেলার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভবিষ্যত পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত উপায়ে সমন্বয় করার জন্য পরিকল্পনা প্যাকেজ প্রণয়ন।
ই-জিপিতে টেন্ডার	ঃ	ই-জিপিতে ২টি টেন্ডার সম্পাদিত হয়েছে এবং ৪টি টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি	ঃ	ক) প্রকল্পের ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, আবেদন জমার শেষ তারিখ ০৭/০৭/২০২১। খ) প্রকল্পটি জানুয়ারী ২০২১ এ প্রশাসনিক অনুমোদ পেয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উপযোজন বরাদ্ধ হিসাবে ৫৭.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। গ) সার্ভে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ১৭/০৬/২০২১ তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে।
ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি	ঃ	(ক) ভৌত অগ্রগতি- প্রকল্পের মোট কার্যক্রমের ২%; (২৪ জুন-২০২১ পর্যন্ত বর্তমান অর্থ বছরের অগ্রগতি- ১০০%)। (খ) আর্থিক অগ্রগতি- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ০% (২৪ জুন-২০২১ তারিখ পর্যন্ত উপযোজনে অর্থ ছাড় হয়নি)।

বাংলাদেশের তুলনামুলক নগর প্রস্তুতি গবেষণা ঃ

১। অবতরনিকা ঃ

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক অধিদপ্তরের তথ্য মতে পৃথিবীর শত করা ৫৫ ভাগ লোক নগর এলাকায় বসবাস করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এশিয়া ও আফ্রিকার দেশ সমূহের নগরায়নের হার বেশি। নগর পরিকল্পনাবিদগণ নগরায়নের দ্রুত হারকে বিশ্লেষণ করার জন্য প্রতি নিয়ত নিত্য নতুন ধ্যাণ-ধারনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন এবং নগর কেন্দ্রের সম্ভাবনাকে আরো বেশি করে কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন নতুন পন্থা খুঁজেবের করতে তৎপর রয়েছেন।

২০১৫ সালে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের বিদ্যমান অব কাঠামো ও পরিসেবা, বাস্তুসংস্থান, ভুতত্ত্ব, ভূ-গর্ভস্থ পানি, দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয় সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে সমগ্র দেশের বিশেষ করে নগরাঞ্চলের পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে "জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ সমন্বয় পূর্বক সমগ্র দেশব্যাপী ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব করে।

২০১৬ সালে উক্ত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর ভৌত অব কাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্পটি পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ইতোমধ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত জাতীয় সমন্বিত পরিকল্পনা এর বেইজলাইন হিসেবে "নগর প্রস্তুতিসূচক" (Urban Readiness Index) প্রণয়নের জন্য একটি গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

উক্ত গবেষণায় বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য সমূহ সাধনের জন্য যে, সব তথ্য উপাত্ত প্রস্তুত করেছে, গবেষণায় যে সব তথ্য উপাত্তকে সেকেন্ডারী তথ্য ও উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সব উপাত্তকে একটি একক স্থানিক পরিকল্পনা প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করাই ছিল এই গবেষণার মূল চ্যালেঞ্জ।

২। নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির মূল সূর ঃ

'আরবান রেডিনেস সূচক' প্রস্তুতির জন্য নগর গ্রোথ সেন্টারকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয়েছে। নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতিতে উৎপাদনের চারটি উপাদন তথা ভূমি (Land), শ্রমিক (Labour), মূলধন (Capital) ও উদ্যোগতা (Entrepreneur) চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গবেষণায় নগরের উপর্যুক্ততা নির্ধারণে গ্রোথ সেন্টারের অবকাঠামো পরিসেবা এর বিদ্যমান প্রাপ্যতাকে উৎপাদনের এই উপাদানের যোগান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উৎপাদক উৎপাদনের এই উপাদানসমূহকে পুনর্বিন্যাস করে এবং কাঁচামালকে পন্যে রূপান্তরিত করে যা গ্রোথ সেন্টারের বাজারে আবর্তিত হয়। (১) এই গবেষণার প্রথম অংশে, অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার দৃষ্টিকোন থেকে ১১ (এগার) টি বিভিন্ন অব কাঠামো-পরিশেবার উপাদানের (Infrastructure Service Variables) ভিত্তিতে ৪৮৪ টি গ্রোথ সেন্টারের নগর উপযুক্ততা (Urban Suitability) বিশ্লেষণ করা হয়। (২) গবেষণার দ্বিতীয় অংশে বাস্তুসংস্থানের ১১ (এগার) টি উপাদানের (Ecological Variables) ভিত্তিতে একটি সমন্বিত বাস্তুসংস্থানগত সংবেদনশীলতা (Ecological Suitability) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাস্তুসংস্থানগত উপযুক্ততা (Ecological Suitability), বাস্তুসংস্থানগত সংবেদনশীলতা (Ecological Sensitivity) এর বিপরীত এই ধারণাগত কাঠামোর উপর গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। (৩) গবেষণার তৃতীয় অংশে নগর উপযুক্ততা ও বাস্তুসংস্থানগত উপযুক্ততা পারস্পরিক অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে প্রতিটি গ্রোথসেন্টারের আরবান রেডিনেস (Urban Readiness) (নগর প্রস্তুতি) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নগর উপযুক্ততা ও বাস্তুসংস্থাগত উপযুক্ততার উপাদানসমূহ এবং তাদের উপযুক্ততা নির্ধারণে সংযোজন পদ্ধতি (Additive method) ব্যবহার করা হয়েছে। অপর পক্ষ্যে নগর প্রস্তুতি (আরবান রেডিনেস) নির্ধারণে নগর উপযুক্ততা ও বাস্তুসংস্থানগত উপযুক্ততাকে পারস্পারিক অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে গুণক পদ্ধতি Multiplicative method) ব্যবহার করা হয়েছে।

৩। ম্যাট্রিক্স গঠন ঃ

নগর উপযুক্ততা স্কোর অক্ষে এবং বাস্তুসংস্থান গত উপযুক্ততা স্করকে-অক্ষে চিহ্নিত করে একটি ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ম্যাট্রিক্স থেকে বিভিন্ন আইসোকোয়ান্ট লাইন (Isoquant Line) অঙ্কণ করা যায়। একটি আইসোকোয়ান্ট লাইনের প্রতিটি বিন্দুতে দুই বা ততোধিক ইন পুটের বিভিন্ন রকমের সংমিশ্রণে একটি নির্দিষ্ট পরিক্ষণের আউটপুট উৎপন্ন হয়। বিবেচ্য গবেষণায় পাঁচ একক (5 Unit) ব্যবধানে বিশ টি (২০) আইসোকোয়ান্ট লাইন অঙ্কণ করা হয়েছে। একটি আইসোকোয়ান্টারের উপর অবস্থিত বিন্দুসমূহ একটি নির্দিষ্ট মান নির্দেশ করে, ঐ লাইন বরাবর চিহ্নিত নির্দিষ্ট গ্রোথ সেন্টারের নগর প্রস্তুতির মান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

লেখা চিত্রের (X, Y) স্থানাংকের উপর ভিত্তি করে গ্রোথ সেন্টার সমূহকে আটটি (০৮) স্বতন্ত্র গুচ্ছে/দলবদ্ধ হিসাবে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে, যাকে "স্থানীয় নগরগুচ্ছ" (স্পাটিয়াল আরবান গ্রুপ) (Spatial Urban Group-SUG) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই গবেষনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে উচ্চতর পর্যায়ের নগর প্রস্তুতি অর্জনের ক্ষেত্রে এই আট টি (০৮) বিভিন্ন SUG এর বিভিন্ন ধরণের কৌশল গত নগরায়ন নীতিমালা অপরিহার্য।

৪। বিশ্লেষণ এবং যৌক্তিকতা ঃ কোভিড-১৯ এর প্রভাবের চিত্র

এই গবেষণায় নগর প্রস্তুতিকে বিদ্যমান কোভিড ১৯ মহামারির সাপেক্ষে মূল্যায়ন করা হয়েছে। DGHS কর্তৃক কোভিড ১৯ এর উপর প্রকাশনা থেকে তথ্য ব্যবহার করা হয়। প্রথম সংক্রমনের দিন হতে চল্লিশতম (৪০তম) দিন এবং পর্যায়ক্রমে প্রতি দশ দিন ব্যবধানে এক শত (১০০তম) তম দিন পর্যন্ত কোভিড ১৯ সংক্রমণের স্থানীয় চিত্রের সাথে নগর প্রস্তুতির সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, নগর প্রস্তুতি এবং মহামারির বিস্তারের তীব্রতার সাথে নগর প্রস্তুতির একটি উল্লেখযোগ্য পারস্পারিক সমানুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে।

এ থেকে প্রতীয় মান হয় যে, প্রস্তুতকৃত নগর প্রস্তুতির সূচক চলমান মহামারিকে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছে। তবে বিশদ বিশ্লেষণে বাংলাদেশের কোভিড ও নগর সূচকের মধ্যে তিন ধরনের সম্পর্ক দৃশ্যমান হয়। শতকরা হিসাবে চল্লিশটি (৪০টির) নগর (৬৩%) সমূহ নগর-প্রস্তুতির সূচকের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত চরিত্রের। অন্যদিকে ঢাকাসহ নয়টি (০৯) বৃহৎ নগর (১৫%) উহাদের তাদের নগর প্রস্তুতির সূচক (Urban Readiness Index) এর বাহিরে গিয়ে ধনাত্বক (+ve) অবস্থান গ্রহন করে। অন্যদিকে, পনেরটি (১৫টি) নগর (২৩%) উহাদের নগর প্রস্তুতির সূচকের বাহিরে ঋণাত্বক (-ve) অবস্থান গ্রহন করে।

৫। বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের মিথষ্ক্রিয়া ঃ

এই ক্ষেত্রে কি বলা চলে যে, বৃহত্তর নয়টি (০৯) নগর সমূহ চলমান বিশ্বায়নের সাথে ও তপ্রোত ভাবে জড়িত? অপর দিকে, পনেরটি (১৫টি) নগর দেশের প্রচলিত নগর প্রস্তুতি সূচকের মানদন্ডের বাহিরের পিছিয়ে পড়া অংশ?

৬। করনীয় ঃ

(১) "National Comprehensive Development Planning Interfaced Land Use Plan for the Whole Country" প্রকল্প অনুমোদন পাওয়া।

(২) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কে জেলা পর্যায়ে শক্তীশালী করা।

(৩) নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন-২০১৯ কে অনুমোদনের জন্য সংসদে প্রেরণ করা।

(৪) বাংলাদেশে "Urbanization Issue" নিয়ে এক মাত্র গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কাজ করে।

(৪.১) গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এই তিন টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা সরাসরি "Urban Issue" নিয়ে কাজ করে।

(৪.২) এ ছাড়া ও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পাঁচটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যথা ক্রমে RAJUK, CDA, RDA, KDA এবং Cox DA তাদের অধিক্ষেত্রের মধ্যে নগরায়নের তিন টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নগর পরিকল্পনা, নগর উন্নয়ন এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

(৪.৩) SDG-11 এর লক্ষ অর্জনের জন্য আলোচ্য মন্ত্রণালয়ে "Urbanization Desk" নামীয় একটি নিবেদিত সেল করা প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণ

১। দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ ঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণের তারিখ ও মেয়াদ	অংশগ্রহণ কারী সংখ্যা	প্রশিক্ষণের স্থান
১	বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	১৬-০৮-২০২০ হইতে ১৫-১০-২০২০	২ জন	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি
২	সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন	১৮-০৮-২০২০ হইতে ২০-০৮-২০২০	৪ জন	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
৩	সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৩১-০৮-২০২০ হইতে ০৩-০৯-২০২০	৩ জন	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি
৪	শুদ্ধাচার ও সু-শাষন অর্জনে করনীয়	০১-০৯-২০২০ হইতে ০২-০৯-২০২০	৫ জন	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
৫	সরকারি চাকরির অত্যাবশ্যকীয় নিয়মাবলী	১২-০৯-২০২০ হইতে ১৪-০৯-২০২০	৭ জন	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
৬	Right to Information (RTI)	১৫-০৯-২০২০	১ জন	আরপিএটিসি
৭	Conduct and Discipline Course	২৭-০৯-২০২০ হইতে ০১-১০-২০২০	১ জন	আরপিএটিসি
৮	ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৯-০৯-২০২০	১ জন	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
৯	Cyber Security Awareness Training	২০-১১-২০২০ হইতে ২১-১১-২০২০	১ জন	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
১০	Workshop on Women and Child Right	১৭-১১-২০২০	১ জন	আরপিএটিসি
১১	Fundamental Training Course	২০-১২-২০২০ হইতে ৩১-১২-২০২০	১ জন	আরপিএটিসি
১২	Ibas++ এর বাজেট প্রণয়ন মডিউলে ডাটা এন্ট্রি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১৯-০১-২০২১	২ জন	১ম ১২ তলাভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৩	জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনের ওপর প্রভাব অংশের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ	০৯-০২-২০২১	১ জন	১ম ১২ তলাভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

২। ইন-হাউস প্রশিক্ষণ ঃ

ক্রমিকনং	কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণের তারিখ ও মেয়াদ	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
১	জুম প্ল্যাটফর্মের উপর প্রশিক্ষণ	৫/০৮/২০, ০১দিন	১৭ জন
২	এপিএ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২৭/৮/২০ ও ২৩/২/২০২১, ০২দিন	৩৭ জন
৩	ভূমি অধিগ্রহণে রিজিওন্যাল ম্যাপ প্রস্তুতকরন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৮/১০/২০২০, ০১দিন	৭ জন
৪	জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনের প্রভাব বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২৪/২/২০২১, ০১দিন	১৮ জন
৫	অটোক্যাড সফটওয়্যার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৭-১৩/ ৬/২০২১, ০৫দিন	১০ জন
৬	শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১৭-৬-২০২১, ০১দিন	১০ জন

সেমিনার

১। সবার জন্য আবাসন ঃ ভবিষ্যতের উন্নত নগর শীর্ষক ওয়েব সেমিনার ঃ

বাংলাদেশে ২০২০ সালে বিশ্ব বসতি দিবস উদযাপিত হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Housing for All: A better Urban Future" বা সবার জন্য আবাসনঃ ভবিষ্যতের উন্নত নগর। বিশ্ব বসতি দিবস-২০২০ যথাযথভাবে উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সবার জন্য আবাসনঃ ভবিষ্যতের উন্নত নগর শীর্ষক ওয়েব সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের প্রধান অতিথি ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এম.পি. এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার এবং সভাপতিত্ব করেন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক (চিত্র-১)। উক্ত সেমিনারে Comparative Urban Readiness Study of Bangladesh বিষয়ে উপস্থাপন করেন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক। উপস্থাপিত বিষয়ে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনাব মোঃ সাঈদ নূর আলম, চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রকৌশলী মোহাম্মদ শামীম আখতার, মহাপরিচালক, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট, জনাব কাজী ওয়াসিফ আহমেদ, সদস্য, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এবং জনাব নায়লা আহমেদ, উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

চিত্র-১: ওয়েব সেমিনারে উপস্থিতির স্থির চিত্র।

২। "প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা" শীর্ষক প্রকল্পের Survey Report-II, DEM, ডাটাবেস ও প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে সেমিনার ঃ

"প্রিপারেশন অব ডেভেলগত ১০ মার্চ, ২০২১ তারিখে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, খুলনা আঞ্চলিক অফিসের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা" শীর্ষক প্রকল্পের Survey Report-II, DEM, ডাটাবেস ও প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে সভা কক্ষ, জেলা প্রশাসক কার্যালয়, কুষ্টিয়া তে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আনোয়ার আলী, মেয়র, কুষ্টিয়া পৌরসভা ও জনাব মোঃ আতাউর রহমান, চেয়ারম্যান, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব প্রভাষ চন্দ্র কুন্ডু, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, খুলনা আঞ্চলিক অফিস, খুলনা (চিত্র-২)

চিত্র-২: সেমিনারে উপস্থিতির স্থির চিত্র।

বিবিধ

১। জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

সংস্থার নাম	কার্যালয়	মঞ্জুরীকৃত পদ	মোট কর্মরত	কর্মরত পুরুষ	কর্মরত মহিলা	শূণ্য পদ (সরাসরি নিয়োগযোগ্য)
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা	প্রধান কার্যালয়	১৯৪	১৪৭	১২৪	২৩	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের ০৯টি প্রথম শ্রেনী এবং ১৪ টি পদ শূণ্য পদ রহিয়াছে।
	খুলনা আঞ্চলিক অফিস	১৩	১১	০৯	০২	
	রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস	১৩	০৬	০৬	০	
	সিলেট আঞ্চলিক অফিস	০৮	০১	০১	০	
	বরিশাল আঞ্চলিক অফিস	০৮	০৩	০৩	০	
	কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস	০৮	০৪	০৩	০১	

২। বরাদ্ধকৃত বাজেট ও ব্যয় বিবরণী ঃ

২.১। অনুন্নয়ন খাত ঃ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও ৫ টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্ধকৃত বাজেট ও ব্যয় বিবরণী উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	বাজেট	ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার
১	প্রধান কার্যালয়	৯৩২৩১০০০	৮২৮০৫০৬৫	৮৮.৮২%
২	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়	৬৮০৮৬৮০	৩৮১৭৭৮৫	৫৬.০৭%
৩	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়	৬৬৯৮৪০০	৬৬২০৯৮৬	৯৮.৮৪%
৪	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়	৩৬৬৯৫২০	৩৩৬৮৮৮৬	৯১.৮১%
৫	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়	২৯০৮৪০০	১৬১৯৭৭১	৫৫.৬৯%
৬	কক্সবাজার আঞ্চলিক কার্যালয়	২৩৭৫০০০	১৯৫৪৯৬৯	৮২.৩১%

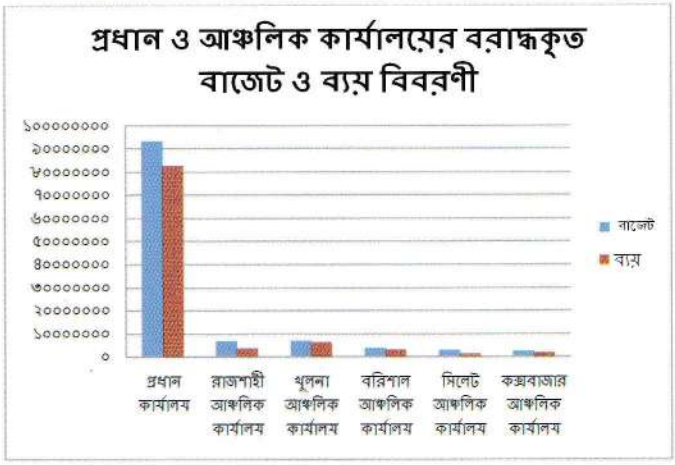

চিত্রঃ অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্ধকৃত বাজেট ও ব্যয় বিবরণী

২.২। **উন্নয়ন খাতঃ** নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রতিবেদনাধীন বছরে ৩ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত ৩ টি প্রকল্পের মধ্যে "নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারী ২০২১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পেয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অনুকূলে ২০২১ তারিখ পর্যন্ত উপযোজনে অর্থ ছাড় সম্ভব হয়নি। উন্নয়ন খাতের আওতায় ২ টি প্রকল্পের বরাদ্দকৃত বাজেট ও ব্যয় বিবরণী উপস্থাপন করা হলো।

প্রকল্পের নাম	অবমুক্ত অর্থ	ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার
"পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকুলীয় অঞ্চলের পরিবেশ পর্যটন ভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রনয়ন" প্রকল্প	৩৩৮০০০০০	১৮৪৮৬০০০	৫৪.৬৯
"প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা" প্রকল্প	১০৬০০০০০	১৩০৩০০০	১২.২৯

চিত্রঃ উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত বাজেট ও ব্যয় বিবরণী

৩। অডিট আপত্তি ঃ

৩.১। পূর্ত অডিট আপত্তিসমূহ ঃ

অর্থ বছর	পূর্ত অডিট আপত্তি	ব্রডশীট জবাব	নিষ্পত্তিকৃত পূর্ত অডিট আপত্তি	অনিষ্পত্তিকৃত পূর্ত অডিট আপত্তি	মন্তব্য
২০২০-২০২১	-	-	-	-	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৩-১৪ হইতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত অডিট কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। শুধুমাত্র ১টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ অমিমাংসিত অবস্থায় আছে।
২০১৯-২০২০	-	-	-	-	
২০১৮-২০১৯	-	-	-	-	
২০১৭-২০১৮	-	-	-	-	
২০১৬-২০১৭	-	-	-	-	

৩.২। অভ্যন্তরীন অডিট আপত্তিসমূহ ঃ

অর্থ বছর	অভ্যন্তরীন অডিট আপত্তি	ব্রডশীট জবাব	নিষ্পত্তিকৃত পূর্ত অডিট আপত্তি	অনিষ্পত্তিকৃত অভ্যন্তরীন অডিট আপত্তি	মন্তব্য
২০২০-২১	-	-	-	-	নগর উন্নয়ণ অধিদপ্তরের সর্বশেষ ২০১৫-২০১৮ পর্যন্ত অভ্যন্তরীন অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হইয়াছে। তার মধ্যে ১৯৮৮-৮৯ সনের অনুচ্ছেদ-৪, ১৯৯২-৯৩ সনের অনুচ্ছেদ-০১ ২০১১-১২ সনের অনুচ্ছেদ-০২ অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।
২০১৯-২০	-	-	-	-	
২০১৮-১৯	-	-	-	-	
২০১৭-২০১৮	-	-	-	-	
২০১৬-২০১৭	-	-	-	-	

৪। ভূমি অধিগ্রহণ ছাড়পত্র ঃ

১৯৬৫ সালের ১৭ জুলাই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর জন্মলগ্ন থেকেই দেশের ছোট, বড়, মাঝারি শহর, নগর, বন্দর ও শিল্প এলাকাসমূহের ভূমি ব্যবহার/মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে আসছে। ভূমি ব্যবহার/মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে শহর/গ্রাম এলাকার জনগণের নাগরিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে যা পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে জনসাধারণের নাগরিক মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান রাখছে। অত্র দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডগুলির মধ্যে ভূমি উন্নয়ণে ভূমি অধিগ্রহণ ছাড়পত্র প্রদানের ভুমিকা অন্যতম।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর প্রাক অধিগ্রহণ কার্যক্রম এর ২০.১ সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাষিত সংস্থার অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত জ. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অনাপত্তিপত্র (কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাভূক্ত এলাকার ক্ষেত্রে) সংযুক্ত করতে হবে উল্লেখ রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাধীন এলাকা এবং বহির্ভূত এলাকার জন্য ছাড়পত্র/ভূমি ব্যবহার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য ০১/০১/২০১৭ তারিখে অফিস আদেশের প্রেক্ষিতে ৬ টি জোনের মাধ্যমে অত্র দপ্তর থেকে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ছাড়পত্র প্রদানের তালিকা নিম্নরূপ-

অনাপত্তি ছাড়পত্র প্রদানের তালিকা ২০২০-২১

বিষয়	অনাপত্তি ছাড়পত্র প্রদানে এলাকার নাম	আবেদন নিষ্পত্তির সংখ্যা (টি)	আবেদন নিষ্পত্তির সংখ্যা (টি)	আবেদন নিষ্পত্তির হার (%)	মন্তব্য
NOC আবেদন নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি	বৃহত্তর রাজশাহী (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) ও রাজউক জোন-১	১৩	১৩	১০০%	
	বৃহত্তর খুলনা বিভাগ ও রাজউক জোন-২	১১	১১	১০০%	
	বৃহত্তর বরিশাল (বরিশাল বিভাগ) ও রাজউক জোন-৩	১২	১০	৮৩.৩৩%	
	বৃত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম বিভাগ) রাজউক জোন-৪	১১	১১	১০০%	
	বৃহত্তর ঢাকা (রাজউক এলাকা ব্যতীত ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ) ও রাজউক জোন-৫	৮	৮	১০০%	
	বৃহত্তর সিলেট ও রাজউক জোন-৬	০৯	০৭	৭৮%	
মোট		৬৪	৬০	৯৩.৭৫%	

৫। ই-নথি সংক্রান্ত ঃ

দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ হতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরে ই-নথি কার্যক্রম চলমান আছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ই-নথি ব্যবহারকারী অফিসসমূহকে জনবলের উপর ভিত্তি করে বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থাসমূহে বড়, মধ্যম ও ছোট ক্যাটাগরীতে করা হয়েছে। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর মধ্যম ক্যাটাগরীর অন্তর্ভূক্ত। ১৫০-৩০০ জনবল বিশিষ্ট অধিদপ্তর মধ্যম ক্যাটাগরীর অন্তর্ভূক্ত। মধ্যম ক্যাটাগরীতে ১৮ টি অধিদপ্তর রয়েছে।

৬। ই-টেন্ডারিং সংক্রান্ত ঃ

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে মোট ইজিপি- ৬টি এবং উন্নয়ন খাতে মোট ০৯ টি সর্বমোট ১৫ টি ইজিপি এর মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করেছে।

৭। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ঃ

২০২০-২১ অর্থ বছরে ২৩/০৮/২০২০ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সাথে পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় দপ্তরের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ সহ পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের Regional/Structure/Land Use Plan, ভূমি অধিগ্রহণে অনাপত্তি প্রদান, শহর উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা সম্পাদন ও সভা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের Regional/ Structure / Land Use Plan প্রণয়নে ৭৫% অর্জন করেছে। এ ছাড়াও আবশ্যিক বিষয়সমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী মোট অর্জন ৯০.০৯%।

৮। শুদ্ধাচার পুরস্কার, ২০১৯-২০ ঃ

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক "শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭" এর অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে প্রদত্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য উক্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩.৩ মোতাবেক শুদ্ধাচার পুরস্কার, ২০১৯-২০২০ প্রদান করা হয়। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ৫ টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের নিম্নবর্নিত কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য মনোনয়ন করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের তালিকা, ২০১৯-২০২০

ক্রমিক নং	কার্যালয়	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, পদবী	ক্যাটাগরী
১	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	জানাব আহমেদ আখতারুজ্জামান, সিনিয়র প্ল্যানার	গ্রেড ৩-গ্রেড-১০ ভুক্ত কর্মচারী
২		জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, রেখাকার	গ্রেড ১১-গ্রেড-২০ ভুক্ত কর্মচারী
৩	আঞ্চলিক অফিস প্রধান	যোগ্য প্রার্থী না থাকায় কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি।	গ্রেড ৩-গ্রেড-১০ ভুক্ত কর্মচারী
৪	খুলনা আঞ্চলিক অফিস	জনাব পলাশ কান্তি বিশ্বাস, সহকারী প্ল্যানার	গ্রেড ৩-গ্রেড-১০ ভুক্ত কর্মচারী
		জনাব মারিয়া বৈরাগী মেরী, পরিচ্ছনাতা কর্মী	গ্রেড ১১-গ্রেড-২০ ভুক্ত কর্মচারী
৫	রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস	জনাব মো: রমজান আলী, রেখাকার	গ্রেড ১১-গ্রেড-২০ ভুক্ত কর্মচারী
৬	বরিশাল আঞ্চলিক অফিস	সৈয়দ মো: ইসমাইল, সাঁট-মুদ্রারিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	গ্রেড ১১-গ্রেড-২০ ভুক্ত কর্মচারী
৬	সিলেট আঞ্চলিক অফিস	জনাব রুবেল হোসেন, সার্ভেয়ার	গ্রেড ১১-গ্রেড-২০ ভুক্ত কর্মচারী
৭	কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস	জনাব ক্যালভিন চাকমা, গবেষণা সহকারী	গ্রেড ১১-গ্রেড-২০ ভুক্ত কর্মচারী

৯। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ঃ

৯.১। শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০২১ ঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক এবং তার বর্ণাঢ্য কর্ম জীবন সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে পিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যেই ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে "বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ" বিষয়ে শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় আয়োজন করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীগণ ৩ টি গ্রুপে (ক-গ্রুপঃ বয়স ৬-৮ বছর, খ-গ্রুপঃ বয়স ৮-১০ বছর এবং গ-গ্রুপঃ বয়স ১০-১২ বছর) অংশগ্রহণ করে। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছেলে মেয়েদের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরন করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ক গ্রুপে ৫ জন খ গ্রুপে ৩ জন এবং গ গ্রুপে ৩ জন মোট ১১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

ছবিঃ পুরস্কার বিতরনী, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ২০২১

৯.২। প্রশাসনিক দূরদর্শীতা এবং গৃহায়ণ বিষয়ক ভাবনা ঃ

হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠতম অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে যার নাম চির স্মরনীয় হয়ে আছে, তিনি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা। নিপীড়িত জাতির ভাগ্যাকাশে যখন দূর্যোগের কালোমেঘ, তখনই শেখ মুজিবুর রহমানের গৌরবময় অবির্ভাব। অসাধারণ দেশপ্রেম ও দূরদর্শী নেতৃত্ব দিয়ে তিনি সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী জাতি তাই ভালবেসে ১৯৬৯ সালে তাঁকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করে। স্বাধীনতার পর তাকে "জাতির পিতা" মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে তাঁর "প্রশাসনিক দূরদর্শীতা এবং গৃহায়ণ বিষয়ক ভাবনা" শীর্ষক আলোচনা সভা ২৫/০৩/২১ তারিখে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক এবং তার বর্নাঢ্য কর্মজীবন সম্পর্কে নবীন কর্মকর্তাদের অবহিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে তাঁর "প্রশাসনিক দূরদর্শীতা এবং গৃহায়ণ বিষয়ক ভাবনা" বিষয়ে স্মারক বক্তব্য উপস্থাপনা করা হয়। স্মারক বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন, যেখানে থাকবে না দারিদ্র্য, থাকবে না বঞ্চনা, শোষণ, নির্যাতন কিংবা অনিয়ম-দুর্নীতি। অগ্রসরমান একটি দেশ হিসেবে অভ্যুদয় ঘটবে বাংলাদেশের। অনিয়ম-দুর্নীতি, শোষণ ও নির্যাতন মুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় ১৯৭২ সালে সংবিধান রচিত হয়। সংবিধানে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনের প্রতিফলনই ছিল। সংবিধানের মূলনীতিগুলোর আলোকেই স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) আওতায় বিভিন্ন খাতওয়ারী কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় সোনার বাংলা বাস্তবায়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে তাঁর প্রশাসনিক দূরদর্শিতা এবং নগর পরিকল্পনা ও গৃহায়ণ বিষয়ে ভাবনা পরিলক্ষিত হয়। স্মারক বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয়, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার সফল বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস চেষ্টা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রতিটি গ্রামকে শহরে উন্নীত করার 'আমার

গ্রাম, আমার শহর' শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । একই সঙ্গে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প, চার লেন মহাসড়ক, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, পানগাঁও নৌ-টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প, গ্যাস সংকট নিরসনে এলএনজি টার্মিনাল প্রকল্প, মেট্রোরেল প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প, পায়রা সমুদ্রবন্দর, রাজধানীর চারপাশে স্যুয়ারেজ ট্যানেল নির্মাণের মতো অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশ পরবর্তী শতাব্দীতে নিজেকে সর্বাধিক উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে ডেল্টা পরিকল্পনা- ২১০০ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্নমধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। বিশ্বসভায় একটি উন্নত দেশের মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার মানসে এখন জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে ২০৪১ সালের দিকে। আমরা দৃঢ়ভাবে আস্থা প্রকাশ করছি সরকার উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রেখে জাতির আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হবে।

ছবিঃ প্রশাসনিক দূরদর্শীতা এবং গৃহায়ণ বিষয়ক ভাবনা শীর্ষক আলোচনা সভার স্থির চিত্র

পরিশেষে, তিনি বাঙালির জাতির জীবনে এসেছিলেন আলোকবর্তিকা হয়ে। তাঁর অসামান্য ত্যাগ তীতিক্ষার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি লাল সবুজ পতাকার স্বাধীন দেশ-বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাভরে আমরা স্মরণ করি।

১০। অফিস ভবন সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

১০.১। প্রধান কার্যালয়ের অফিস ভবন সংক্রান্ত ঃ

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়ের গত ০১-১১-২০১৭ তারিখে ভুমি বরাদ্দ সম্পর্কিত সভায় "নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রচলিত বাজার মূল্যে শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা এফ-১৬/বি-১ নম্বর প্লটের ৯ কাঠা জমি (কম/বেশী) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুকুলে বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে একর জমি প্রচলিত বাজার মূল্য জমা প্রদান করা প্রক্রিয়াধীন।

১০.২। রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস ভবন সংক্রান্ত ঃ

রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের জন্য জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ গত ০৫-০৪-২০১৭ তারিখে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ৫.০০ কাঠা জমি বরাদ্দপত্র প্রদান করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় গত ৩০-০৭-২০১৯ তারিখে রাজশাহী সাব রেজিষ্ট্রেশন হইতে বোয়ালিয়া থানায় অবস্থিত ০৩ নম্বর ব্লকের সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক প্লট নং-০১ (হাউজি নং অফিস ক্যাম্পাসে পশ্চিম পাশ্বে ০৫.০০ (কাঠা বা ৪০০.২৩ ইজারা চুক্তিনামা দলিল সম্পাদন করা হয়।

১০.৩। খুলনা আঞ্চলিক অফিস ভবন সংক্রান্ত ঃ

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা হইতে গত ১৬-০১-২০২০ তরিখে বৈষয়িক/এ-১৫৫/১৩৫/২০১৯-২৩৬ এর মাধ্যমে কেডিএ জলিল সরনী (রায়ের মহল অংশ) পার্শ্বস্ত বানিজ্যিক কাম আবাসিক এলাকার (কমবেশী) ৫.০০ কাঠা বিশিষ্ট ১৩৫ নম্বর প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণাল হতে গত ২১-০৬-২০২০ তারিখে প্লট এর মূল্য ১,২৫,০০,০০০/- (এক কোটি পচিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। মঞ্জুরী আদেশে টাকা পরিশোধের মাধ্যমে প্লটটি রেজিষ্ট্রেশন করার ব্যবস্থা গ্রহনের চলমান রয়েছে।

১১। বিশ্ব বসতি দিবস ২০২০ ঃ

বাংলাদেশে ২০২০ সালে বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Housing for All: A better Urban Future" বা সবার জন্য আবাসনঃ ভবিষ্যতের উন্নত নগর। বিশ্ব বসতি দিবস-২০২০ যথাযথভাবে উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে "সবার জন্য আবাসনঃ ভবিষ্যতের উন্নত নগর শীর্ষক ওয়েব সেমিনারের' আয়োজন করা হয়। সেমিনারের প্রধান অতিথি ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এম.পি. এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার এবং সভাপতিত্ব করেন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক। উক্ত সেমিনারে Comparative Urban Readiness Study of Bangladesh বিষয়ে উপস্থাপন করেন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক।

১২। নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৭ ঃ

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নগরায়নের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহার দ্বারা পরিবেশের বিভিন্ন উপকরণের উপাদানের উপর বিরূপ প্রভাবের ঝুঁকি প্রশমন ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের জন্য দুর্যোগ সহনীয়, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে "নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন-২০১৭" এর খসড়া গত ২০ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে কতিপয় পর্যবেক্ষণসহ আইনটি নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়। অত:পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী আইনের ৩ (২) এবং ৩ (৩) উপধারা সংশোধনী আনা হয় এবং খসড়া আইনটি ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ খসড়া আইনটির উপর ০৭টি নির্দেশনা প্রদান করে সংশোধন ও পরিমার্জনের অনুরোধ জানিয়ে নথিটি ফেরত পাঠায়। উক্ত বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক গৃহায়ন ওগণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনে এবং আইনটির ভেটিং পুনর্বিবেচনার জন্য নথিটি পুনরায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পুনঃ ভেটিং এর জন্য প্রেরণের পরে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং আইন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব এর নেতৃত্বে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর সিনিয়র সচিব/সচিবগণ এবং অতিঃসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক ০২ (দুই) টি সভার মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের মতামত পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক আইনটি নিরীক্ষা ব্যতিরেকে ০৮টি পর্যবেক্ষণ এবং তৎপ্রেক্ষিতে করণীয় বিষয়ে ০৫টি মতামত দিয়ে আইনটি ৩০-০৪-২০১৮ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয় ।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রদত্ত ৮ টি পর্যবেক্ষন ও ৫টি মতামতের প্রেক্ষিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২ স্তর বিশিষ্ট পরিষদের পরিবর্তে ৩ স্তর বিশিষ্ট (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে "নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা জাতীয় পরিষদ", গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে "উপদেষ্টা পরিষদ", সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে "নির্বাহী পরিষদ") প্রশাসনিক অনুমোদন কমিটি সংযুক্তপূর্বক নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন-২০১৭ (২০১৯) সংশোধন করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার লক্ষ্যে একটি সার-সংক্ষেপ এ মন্ত্রণালয় হতে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত সার-সংক্ষেপের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ

বিভাগ হতে ০৩ টি পযবেক্ষণ প্রদান করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় সংশোধনীসহ সার-সংক্ষেপ মন্ত্রীসভায় সদয় অনুমোদনের লক্ষ্যে উপস্থাপনের জন্য ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৭ টি পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে "নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৭(২০১৯)" খসড়া আইন বিষয়ে ১৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খসড়া আইনটি বিষয়ে মতামত দেওয়ার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে ১৮-১১-২০২০ তারিখে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের মতামত এর প্রেক্ষিতে ১০/০১/২০২১ তাইরেখ আন্তঃ মন্ত্রনালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় "নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০২১" প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করে সারসংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২২/০৯/২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মহাপরিচালক-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় i) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত অনুযায়ী সংশ্লিস্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার মতামত ও পরামর্শের আলোকে নতুন করে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইনের খসড়া প্রণয়ন। ii) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পর্যবেক্ষণের আলোকে ইতঃপুর্বে মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইনের খসড়া বাতিল এবং নতুনভাবে খসড়া মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লোখ্য যে, আইনটি প্রথমে "নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা আইন-২০১১" আকারে প্রস্তাব করা হয়। আইনটি বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে খসড়া আইনটি প্রয়োজনীয় সংশোধন করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে পৃথক ভাবে প্রকাশ করা হয়। এছাড়ও খসড়া আইনটির বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং গণবিজ্ঞপ্তির উপর 'প্রেস রিলিজ' প্রকাশের জন্য দেশে প্রচলিত ১৯টি পত্রিকায় সম্পাদকদের বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। তদুপরি আইনটির বিষয়ে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরে একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া আইনে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়।

ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহঃ

১। বারোটি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্প

২। প্রিপারেশন অব রিস্কসেনসিটিভ ডাটাবেজ ফর কোর এরিয়া অব রংপুর এন্ড সিলেট ডিস্ট্রিক্ট টাউন।

৩। প্রিপারেশন অব ক্লাইমেট সেনসিটিভ স্ট্র্যাটেজিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর পিরোজপুর সদর, নাজিরপুর এ্যান্ড নেছারাবাদ উপজেলাস অফ পিরোজপুর ডিস্ট্রিক্ট।

৪। ঢাকার সবুজ নগর সন্ধিমালা ঃ সকলের জন্য রাজধানী, ২০৩০ (ঢাকা গ্রীন কোনারবেশন ঃ ক্যাপাসিটি ২০৩০, ক্যাপিটাল ফর অল)।

৫। ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর ইউডিডি।

৬। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলা এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন (এসএসইউডিপি) : সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প।

উপসংহার ঃ

"বার্ষিক প্রতিবেদন" এ ২০২০-২১ অর্থ বছরে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড প্রতিফলিত হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের দর্পনসরুপ। এটি অতীত কর্মকান্ড মূল্যায়ন করতে ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে। অত্র দপ্তরের অনুন্নয়ন খাত ও উন্নয়ন খাতে সম্পাদিত চলমান কর্মকান্ডসমূহ এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাসমূহ এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। যা অভিজ্ঞতা পরবর্তী অর্থ বছরের কর্মকান্ডসমূহ পরিচালনায় অধিকতর সহায়ক হবে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

৮২, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।

www.udd.gov.bd